দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 OCT 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

18

শিক্ষাঙ্গনে

শিশু শিক্ষা ও পরিবেশ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দানের বিষয়ে সমস্যা অনেক। কোন কোন ক্ষেত্রে এ সমস্য এতো প্রকট যে, শিক্ষকদের পক্ষে এ ধরনের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে শিক্ষাদানে গতি ফিরিয়ে আনা মোটেও সম্ভব নয়। বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে এ সমস্যাগুলো খুবই বেশী। এর ফলে আমরা দেখতে পাই যে কোন বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র তিন থেকে পাঁচ জন বা উর্দ্ধে দশ জন ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা পড়া করার সুযোগ পায়। অর্থাৎ ৫ম শ্রেণীর পর্যন্ত লেখা পড়া করার পূর্বেই শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ জনের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে!

কেন এমন হয়? এ "কোন" শব্দের উত্তরে একজন শিক্ষক হিসেবে আমাকে বলতে হয় এর জন্য দায়ী অভিভাবকগণ। আর এ অভিভাবকদের নিয়েই গঠিত সমাজ। কাজেই সামগ্রিক ভাবে এর জন্য দায়ী সমাজ বা পরিবেশ। আমাদের ভুলে গেলে চলবেনা যে, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ তৈরীর একটি কারখানা নয়। কারখানায় যে ভাবে কাঁচা মাল থেকে পাঁকা মালের আশা করা যায় তেমনি শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করলেই যে, সে একজন উচ্চ শিক্ষিত বা আদর্শ নাগরিক হবে তা আশা করা মোটেও উচিত নয়। কারণ শিশুরা শিক্ষা লাভ করে প্রথমে বাড় থেকে, সমাজ থেকে এবং পরে বিদ্যালয় থেকে। বিদ্যালয়গুলো শিক্ষা লাভের অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে একটা সামাজিক সংগঠন বৈ কিছুই নয়। সমাজকে কেন্দ্র করেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠে সামাজিক প্রয়োজনে। কাজেই বলতে হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার দায়িত্ব অভিভাবক গনের তথা সমাজের। আমাদের কৃষক প্রধান সমাজের আলো বর্জিত গ্রামগুলো এখনও শিক্ষাক্ষেত্রে বলতে গেলে ঠিক আগের মতই পিছিয়ে রয়েছে। গ্রামের সহজ সরল মানুষ গুলো এখনও শিশুদের স্কুলের কাজের চেয়ে বাড়ীর কাজে নিয়োজিত রাখে বেশী। বলতে গেলে শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টিতে তারা অনেকাংশে অপারগ। শিশুদের শিক্ষার প্রতি অভিভাবক মহলের বিশেষ সহযোগিতা দেই। তাই দেখা যায় বিদ্যালয়ের কোন সমস্যা সম্পর্কে বা বিদ্যালয় সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে কোন সভা আহবান করলে দু'একজন ছাড়া কোন অভিভাবককেই পাওয়া যায় না। এ অভিযোগে প্রায় সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। বিদ্যালয় সংক্রান্ত আলোচনায় অভিভাবকগন উপস্থিত না থাকলেও তালাক সংক্রান্ত ব্যাপার কিংবা কলা চুরি সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে কোন সালিস বসলে তাদের উপস্থিতি ঠিকই থাকে! অভিভাবকদের এই মনোভাবের ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যহত হচ্ছে দারুনভাবে। অনেক অভিভাবক বুঝতেই চান না বা বুঝেন না যে, প্রাথমিক শিক্ষকদের স্থানীয় ভাবে সাহায্য সহযোগীতা না করলে শিক্ষকদের একার পক্ষে শিক্ষা দানের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা মোটেও সম্ভব নয়। আর শিক্ষা দানের সুষ্ঠু পরিবেশের উপর নির্ভর করছে তাদেরই ছেলে-মেয়েদের উজ্জল ভবিষ্যত্যের নিশ্চয়তা। কাজেই সুষ্ঠু সমাজ গঠনের মাধ্যামে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব অভিভাবকদের।

শিশু প্রথম শিক্ষা লাভ করে পরিবার থেকে, বিদ্যালয় থেকে নয়। শিশুকে তার দৈনন্দিন জীবনের মাত্র এক পঞ্চসাংশের ও কম সময় বিদ্যালয়ে থাকতে হয়। বাকী সময় শিশুদের কাটে পরিবারে বা সমাজে। বিদ্যালয়ে আসার পূর্বেও পাঁচ বৎসর কাটে শিশুদের বাড়ীতে। এ পাঁচ বৎসর শিশুরা বাড়ী বা পরিবেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। বাড়ীর পরিবেশ যদি সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়, মা বাবা ভাই-বোনদের আচরন যদি ভাল হয় তবে শিশুমনে এর প্রভাব পড়ে স্থায়ীভাবে। শিশু মনের উপর ভাল আচার আচরন বা কাঠাবলীর প্রভাব ফেলার উপরই নির্ভর করছে শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যত। এসময় পরিবারের চাল চলনের খারাপ দিকটাও শিশুমনে প্রভাব বিস্তার করে সমভাবে। কাজেই শিশুদের উজ্জল ভবিষ্যত গঠনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন পরিবার ও পরিবেশের সুস্থতা। স্কুল শিশুদের যে শিক্ষা দেয়া হয় বাড়ীতে নিয়ে এর বিপরিতধর্মী কার্যকলাপ দেখে শিশুমনে বিরুপ প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। যেমন স্কুলে ছেলে-মেয়েদের শিখানো হয় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য, ঝগড়া ঝাটি না করার জন্য, আত্মকেন্দ্রীক হয়ে না উঠার জন্য ইত্যাদি। কিন্তু কোন কোন পরিবারে দেখা যায় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বালাই নেই, পরিবারে মাতা পিতা, ভাই-বোনদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি লেগেই আছে, এমন কি অনেক অশিক্ষিত মা আছেন যারা নিজের অজ্ঞতার কারণে শিশুদের আত্ম কেন্দ্রীক এবং হিংসূটে করে তোলেন।

এ ধরনের পরিবেশে থেকে যারা বড় হয় এবং উচ্চ শিক্ষা লাভ করে বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা তাদের বিদ্যালয়ে অর্জিত শিক্ষার চেয়ে পরিবার থেকে অর্জিত শিক্ষাকেই কার্যক্রক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন বেশী।

অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও অনেকের রুচির পরিবর্তন হয় না। আর রুচির পরিবর্তন না হওয়ার কারণেই দেখা যায় উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত কলেজ শিক্ষকদের (শিক্ষক নামের কলঙ্ক) কেউ কেউ পরীক্ষার হলে স্বজনদের মধ্যে নকল সরবরাহ করতে গিয়ে হল থেকে বহিঃস্কার কয়েছেন বা গেরফতার হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে এ ধরনের শিক্ষকরা তাদের পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাকেই মূল্য দিয়েছেন। উচ্চ শিক্ষাকে মূল্য দিলে উচ্চ শিক্ষিত হয়ে তাদের পক্ষে এমন জঘন্য কাজ সম্ভব হতো না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ধরনের সমস্যা সবচেয়ে বেশী। কিছু শিক্ষক আছেন যাদের অকারণে শিশুদের ধমকানোর অভ্যাস। বাড়ীতে শেখার নামে পড়ার বোঝা শিশুদের উপর চামিয়ে দেন, কারণে-অকারণে শিশুদের মারধোর করেন অথচ তাদের প্রশিক্ষণম দেয় হয়েছে, এবং তারা শিক্ষা লাভ করেছেন এ ধরণের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য।

অর্থ্যাৎ রুঢ়ঝ, ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় তারা দের পরিবেশ থেকে যে ধরণের শিক্ষা পেয়েছেন সে শিক্ষাই শিশুদের উপর তারা প্রয়োগ করেন, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষা বা বিদ্যালয় গ্রহণের পরও কোন কোন শিক্ষক প্রশিক্ষণের নিয়অনুযায়ী শিশুদের পাঠ দান করেন না। এমন কি দেখা যায় শিশুদের প্রতি কোন কোন শিক্ষকের আচরণও অত্যন্ত জঘন্য।

কারণ? কারণ একটাই। বই পুস্তক থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান এদের বেবলায় কার্যকর নয়, কার্যকর তাদের পরিবেশ গত শিক্ষা।

এতএর সমস্য সমাধানের জন্য প্রয়োজন অভিভাবক ও শিক্ষকদের যৌথ প্রচেষ্টায় সমাজ ও বিদ্যালয় সমূহের সার্বিক সমস্যা সমাধান কল্পে সমাজ এবং বিদ্যালয় শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা। অর্থাৎ শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

—জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী